সংবাদ

প্রকাশ · 13 · JAN · ২০১৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ......

শিক্ষকদের পিটিয়ে জোরপূর্বক ক্লাস-পরীক্ষার ঘোষণা দেয়াচ্ছেন ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। গোল চিহ্ন বাঁয়ে ছাত্রলীগ সভাপতি, মাঝে শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং ডানে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক -সংবাদ

ইবিতে ফের শিক্ষক পেটাল ছাত্রলীগ

হামলায় আহত এক শিক্ষক -সংবাদ

প্রতিনিধি, ইবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও শিক্ষক পেটাল ছাত্রলীগ। গতবছর ১৯ নভেম্বর একইভাবে শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। গতকাল দুপুরে ইবি শাখার সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা শিক্ষক লাউঞ্জে অবস্থানরত শিক্ষকদের ওপর দফায় দফায় হামলা চালায়। এ সময় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা শিক্ষকদের উপর্যুপরি কিল, ঘুষি, লাথি মারতে থাকে এবং তাদের লক্ষ্য করে চেয়ার, টেবিল, বেসিন, চায়ের কাপ ছুড়তে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবনেও ব্যাপক ভাঙচুর চালায় তারা। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা অনুষদ ভবনের বিভিন্ন রুমের আসবাবপত্র ও শিক্ষকদের নেমপ্লেট ভাঙচুর করে। হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. নজিবুল হকসহ প্রায় ৩৫ জন শিক্ষক আহত হন। আহত অন্য শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. ইকবাল হোসাইন, সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. এম এনামুল আলী, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান, প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ, প্রফেসর ড. মাহবুবর রহমান, প্রফেসর ড. রুহুল আমিন ভূঁইয়া, প্রফেসর ড. আবু সিনা, ড. কামরুল হাসান, ড. মুস্তাফিজুর রহমান। হামলার এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

ছাত্রলীগ : শিক্ষক পেটাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন জোরপূর্বক শিক্ষকদের ক্লাস-পরীক্ষা চালু করার ঘোষণা দিতে বলেন। কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করে বলেন, হামলার সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শিক্ষকদের মোবাইল, ঘড়ি ও ব্যাগ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এর আগে তারা শিক্ষকদের ডরমেটরিতে হামলা চালায়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ লাখ টাকার মালামাল ক্ষতি হয়।

জানা গেছে, গতকাল সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষা চালুর দাবিতে প্রশাসন ভবনের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বেলা ১১টায় আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা একই দাবিতে খুলনা-কুষ্টিয়া মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। মহাসড়ক অবরোধকালে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার মফিজ উদ্দিন ঘটনাস্থলে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি।

আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলেন, 'আমরা ক্লাস-পরীক্ষা চালুর দাবিতে আন্দোলন করছিলাম কিন্তু ছাত্রলীগ আমাদের আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. নজিবুল হক বলেন, "শিক্ষকদের ওপর যে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে তার নিন্দা ও ধিক্কার জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। শিক্ষকদের হত্যার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে। প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা ও ভিসির প্রত্যক্ষ নির্দেশেই সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে। প্রক্টরের নির্দেশেই কুষ্টিয়ার এসপি ও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। আমরা সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিটি চাই। পরবর্তী কর্মসূচির ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন বলেন, 'হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগের কোন নেতাকর্মী জড়িত নয়।'

উল্লেখ্য, গত ১৯ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের বিরুদ্ধে নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের অভিযোগ এনে তাদের পদত্যাগের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিনের নেতৃত্বে হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।